গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়
চট্টগ্রাম বন্দর অধিশাখা
(www.mos.gov.bd)

বিষয়ঃ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ ও বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মধ্যে বিভিন্ন অনিস্পন্ন বিষয় নিস্পত্তির লক্ষ্যে গত ৩১-১০-২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	খালিদ মাহ্‌মুদ চৌধুরী, এম,পি প্রতিমন্ত্রী, নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়
তারিখ ও সময়	:	৩১-১০-২০১৯, দুপুর ২.৩০ ঘটিকা
সভার স্থান	:	সভাকক্ষ, নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়।
সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দ	:	পরিশিষ্ট-'ক'-দ্রষ্টব্য।

সভাপতি কর্তৃক উপস্থিত সবাইকে স্বাগত জানানোর মাধ্যমে সভার কাজ শুরু করা হয়। সভার শুরুতে এ মন্ত্রণালয়ের সচিব সভার প্রেক্ষাপট বর্ণনা করেন এবং চট্টগ্রাম বন্দর, মোংলা বন্দর ও স্থলবন্দর এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মধ্যে অনিস্পন্ন বিষয়গুলো সভায় আলোকপাত করেন। সভায় উপস্থিত চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ ও বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যানবৃন্দ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রতিনিধি ও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রতিনিধিবৃন্দ-কে অনিস্পন্ন বিষয়গুলো দ্রুত নিস্পত্তি করে বন্দরসমূহের কার্যক্রমকে আরও গতিশীল ও সহজীকরণ করার প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান করার জন্য তিনি আহবান জানান।

০২। সভায় অনিস্পন্ন বিষয়গুলোর বর্তমান অবস্থা এবং সম্ভাব্য সমাধানের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচানান্তে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ:

অনিস্পন্ন বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
১। এফসিএল কন্টেইনার বন্দরের বাহিরে ডেলিভারি দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ।	(১) চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান সভায় বলেন, FCL (Full Container Load) কন্টেইনারসমূহ প্রাপকগণের (Consignee) নিজস্ব প্রাঙ্গনে (Premises)/গুদাম/কারখানায় নিজস্ব খরচে বন্দর হতে বক্স হিসেবে ডেলিভারি নিয়ে থাকেন অথবা প্রাইভেট আইসিডি (অফডক) হতে তাদের ডেলিভারি দেয়া হয়ে থাকে। চট্টগ্রাম বন্দর হতে এনবিআর কর্তৃক মাত্র ৩৭টি আইটেমবাহী FCL কন্টেইনার অফডক হতে ডেলিভারি দেয়ার অনুমতি দেয়া আছে যা মোট FCL'র প্রায় ২০%। বক্স হিসেবে বিভিন্ন Consignee'র নিজস্ব প্রাঙ্গন/গুদাম/কারখানায় ডেলিভারি যায় প্রায় ১০%। অবশিষ্ট প্রায় ৭০% এফসিএল কন্টেইনার বন্দরের ভিতরে টার্মিনাল/ইয়ার্ডে খুলে ডেলিভারি দেয়া হয়। এতে বন্দরের কন্টেইনার সংরক্ষণস্থান অধিকৃত থাকে। FCL বন্দর অভ্যন্তরে খুলে ডেলিভারি না দেয়া হলে বর্তমান স্থানে একই পরিমাণ জনবল এবং একই পরিমাণ যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে বর্তমানের তুলনায় প্রায় ৩০-৪০% এর অধিক Container হ্যান্ডলিং করা সম্ভব হবে।	এফসিএল কন্টেইনারসমুহ বন্দরের বাইরে ডেলিভারি'র পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

	কন্টেইনার/বক্সসমূহ পরিবহনের জন্য প্রতিদিন প্রায় ৫ হাজার ট্রাক/কার্ভাড ভ্যান বন্দরের অভ্যন্তরে সংরক্ষিত এলাকায় বিভিন্ন ইয়ার্ড ও টার্মিনালে প্রবেশ করে। প্রতি কন্টেইনার খোলা ও পরিবহনের জন্য গড়ে ৬ জন শ্রমিক প্রয়োজন হয়। অর্থাৎ কন্টেইনার খোলা ও পরিবহনের জন্য প্রতিদিন প্রায় ১০,০০০ (দশ হাজার) গাড়ি চালক ও শ্রমিক বন্দরের অভ্যন্তরে প্রবেশের কারণে প্রকট ট্রাফিকজ্যামের সৃষ্টি হয় যা বন্দরের নিরাপত্তার জন্য হুমকি এবং ঝুঁকিপূর্ণ। আপাতত সম্ভাব্য বিকল্প হিসেবে বে টার্মিনাল ইয়ার্ডে এ সব কন্টেইনার রাখা যেতে পারে। তাছাড়া স্ক্র্যাপ্ট পণ্যসমূহ সরাসরি ইন্ডাষ্ট্রিতে প্রেরণ করা যায়। এ প্রসঙ্গে সচিব বলেন, চট্টগ্রাম বন্দরের মত এত মানুষ পৃথিবীর কোন বন্দরের অভ্যন্তরে গমণাগমণ করে না। পৃথিবীর উন্নত বন্দরগুলোতে ৫ মিনিটের মধ্যে কন্টেইনারসমূহ বন্দর থেকে স্থানান্তর করা হয় এবং কন্টেইনারসমূহ বন্দরের বাইরে ভেরিফিকেশন করা হয়। ইউএস কোস্ট গার্ড সম্প্রতি চট্টগ্রাম বন্দর পরিদর্শন করেছে। তাদের প্রতিবেদনে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ বন্দরের নিরাপত্তার বিষয়টি পরিপালন করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। তিনি বন্দরের কার্যক্রম দ্রুত এবং দক্ষভাবে পরিচালনার ক্ষেত্রে চট্টগ্রাম বন্দরের স্টেকহোল্ডারদের আন্তরিক সহযোগিতার জন্য আহবান জানান। কমিশনার কাস্টমস, চট্টগ্রাম সভায় অবহিত করেন, চট্টগ্রাম বন্দরে কতিপয় ক্ষেত্রে FCL কন্টেইনারসমূহ অনচেসিস ডেলিভারি করা হয়। ক্রমান্বয়ে আরও কিছু ইন্ডাষ্ট্রিতে FCL কন্টেইনার অনচেসিস ডেলিভারির ব্যবস্থা করা যায়। তাছাড়া, অফডকের সংখ্যা আরও বাড়ানো দরকার।		
২। আমদানিকৃত ৩৭ টি আইটেমের অতিরিক্ত অফডক ডেলিভারি আইটেম অর্ন্তভুক্তকরণ।	চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ সভায় বলেন, বর্তমানে আমদানিকৃত ৩৭ টি আইটেম অফডকে ডেলিভারি করা হয়ে থাকে। বিশ্বের উন্নত বন্দরসমূহের সংরক্ষিত এলাকার বাইরে কন্টেইনার/কার্গোর স্টাফিং ও আনস্টাফিং কার্যক্রম পরিচালিত হয়। বর্তমানে যে ৩৭ টি আইটেম ডিপোতে নিয়ে খালাস করা হচ্ছে সেগুলোর মধ্য হতে যেগুলো আমদানিকারকের চত্বরে সরাসরি বন্দর হতে অন-চেসিস হিসেবে খালাস দেয়া সম্ভব (স্ক্র্যাপ লৌহ শিল্পের কাঁচামাল ইত্যাদি) সেগুলোকে ডিপোতে না নিয়ে সরাসরি আমদানীকারকের চত্বরে নিয়ে খালাসের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। খ) বিজিএমইএ এবং বিকেএমইএ'র যে সমস্ত পণ্য ইতঃপূর্বে ডিপোতে নিয়ে খালাসের অনুমতি স্থগিত করা হয়েছিল, সেগুলো ডিপোতে নিয়ে খালাসের পুনঃঅনুমতি প্রদান করা যেতে পারে। ৩৭টি আইটেমের অতিরিক্ত আইটেম পরিবাহী আমদানি কন্টেইনার বেসরকারি ইনল্যান্ড কন্টেইনার ডিপোসমূহে স্থানান্তর করা হলে বন্দরে কন্টেইনার ও কার্গো হ্যান্ডলিং'র পরিমান বৃদ্ধি পাবে এবং বন্দরের গতিশীলতা বাড়বে। এ প্রসঙ্গে কমিশনার কাস্টমস, চট্টগ্রাম উল্লেখ করেন, অফডকের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। ৩৭টি আইটেমের অতিরিক্ত ঝুঁকিমুক্ত আইটেমসমূহ অফডক	আমদানিকৃত ৩৭ টি আইটেমের অতিরিক্ত আইটেম অফডক ডেলিভারির জন্য অর্ন্তভুক্তকরণের বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে। বেসরকারি অফডকে স্ক্যানার এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি স্থাপন করতে হবে। নীতিমালা অনুসরণপূর্বক নতুন অফডক স্থাপনে অফডক নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে। আমদানিপণ্যের শুল্কায়ন ৫%-এ নামিয়ে আনতে হবে।	চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, কমিশনার কাস্টমস্, সংশ্লিষ্ট অফডক মালিক, চট্টগ্রাম বন্দর।

	ডেলিভারিতে অর্ন্তভুক্ত করা যায়। অনচেসিস ডেলিভারির জন্য সুনাম আছে এম ইন্ড্রাষ্ট্রিসমূহকে অর্ন্তভুক্ত করা যেতে পারে। বিষয়টি জাতীয় রাজস্ববোর্ড পর্যালোচনা করছে।		
৩। বন্দর কর্তৃক কাস্টমসের নিকট হস্তান্তরকৃত অকশনযোগ্য কন্টেইনার ও গাড়িসমূহ দ্রুত অকশন করা।	চেয়ারম্যান চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ সভায় অবহিত করেন, চট্টগ্রাম বন্দরের (ক) বিভিন্ন ইয়ার্ডে অবস্থিত ৩১-০৭-২০১৯ খ্রিঃ পর্যন্ত অকশনযোগ্য ২০ এফসিএল ১৯৫৪টি বক্স, ৪০ এফসিএল ২১৫৮টি বক্স (খ) বন্দরের অভ্যন্তরে কাস্টমসের অকশনগোলায় ১৯৯৩ থেকে জুলাই ২০১৯ পর্যন্ত বিভিন্ন মডেলের মোট ১৬৮টি গাড়ি ও (গ) বন্দরের বিভিন্ন শেডে ২০০২ সাল থেকে ৩১-০৭-২০১৯ পর্যন্ত বিভিন্ন মডেলের গাড়ি কাস্টমসের নিকট বিভিন্ন সময়ে হস্তান্তর করা হয়েছে। কিন্তু হস্তান্তরকৃত গাড়িগুলো এখনও নিলাম করা হয় নি। নিলামযোগ্য গাড়িগুলো অকশন করা হলে বন্দরের বর্ণিত ইয়ার্ড, অকশনগোলা এবং কারশেডসমূহ খালি হবে এবং সেগুলো ব্যবহার করে বন্দরে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম বৃদ্ধি করার সুযোগ সৃষ্টি হবে। অকশন প্রক্রিয়া সহজীকরণ করে কাস্টমস্ কর্তৃক উক্ত কন্টেইনার ও গাড়িসমূহ দ্রুত অকশনের ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন। বন্দরে সংরক্ষিত এলাকার মধ্যে প্রায় ৫ একর জায়গায় দীর্ঘদিন ধরে চট্টগ্রাম কাস্টমস অকশন শেড পরিচালিত হয়ে আসছে। এ অকশন শেডে আমদানি-রপ্তানি পণ্যের নিলাম হয়ে থাকে। চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ বন্দর স্টেডিয়ামের সামনে ২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি অকশনশেড নির্মাণ করে। চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নবনির্মিত অকশনশেড গত ২০১৫ সালে চট্টগ্রাম কাস্টমসকে বুঝিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু কাস্টমস কর্তৃপক্ষ অকশনশেড বুঝে পেলেও বন্দরের সংরক্ষিত এলাকা থেকে অকশনযোগ্য কন্টেইনার ও গাড়িসমূহ বন্দরের বাইরে নবনির্মিত অকশনশেডে স্থানান্তর করে নিলাম কার্যক্রম পরিচালনা করছে না। এ প্রসঙ্গে কমিশনার কাস্টমস, চট্টগ্রাম জানান, গত ৪ মাসে অকশান কার্যক্রমে অনেক অগ্রগতি হয়েছে। আদালতে মামলা নেই এমন গাড়িগুলো অকশানের কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। আগামী ৩-৪ মাসের মধ্যে অকশানযোগ্য গাড়িগুলো অকশানে কার্যক্রম সম্পন্ন করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়। আদালতে মামলার কারণে অনেক অকশানযোগ্য গাড়ি অকশান করা যায় না। তাছাড়া গাড়ির মূল্যের ৬০% অকশান মূল্য না পাওয়া গেলে বিক্রি করা সম্ভব হয় না। ডিসেম্বর, ২০১৯ এর মধ্যে নিলাম কার্যক্রম উল্লেখ্যযোগ্য অগ্রগতি হবে। তিনি আরও জানান, বন্দরের একটি গোডাউনের মেঝেতে ৫-৬ ইঞ্চি পানি জমা আছে। নিষিদ্ধ এবং পচনযোগ্য পণ্যের জন্য বন্দরের বাইরে স্থান নির্বাচন করে সেখানে এ সব পণ্য স্থানান্তর করা যেতে পারে। তাছাড়া পণ্যের পোর্ট চার্জ বৃদ্ধি করা যেতে পারে। এতে আমদানিকারকগণের বন্দরের অভ্যন্তরে বিভিন্ন পণ্য/মালামাল রাখা নিরুৎসাহিত হবে। এ প্রসঙ্গে সভাপতি বলেন, স্ব স্ব ক্ষেত্রে নিজেরাই সমস্যা চিহ্নিত করে সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে সমস্যার সমাধান করা যায়। সচিব বলেন, নিষিদ্ধ ও পচনশীল পণ্য বন্দরের বাইরে নতুন জায়গায় স্থানান্তর করার জন্য চেয়ারমান, চবক ও কমিশনার	চবক ও চট্টগ্রাম কাস্টমস্ যৌথ উদ্যোগে বিধিমোতাবেক অকশনযোগ্য কন্টেইনার ও গাড়িসমূহ দ্রুত অকশনের কার্যক্রম গ্রহণ করবে। আমদানি নিষিদ্ধ গাড়িগুলোর অকশন ত্বরান্বিত করার বিষয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের কাছে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা চাওয়া যেতে পারে।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও নৌ পরিবহণ মন্ত্রণালয়।

	কাস্টমসকে পরামর্শ প্রদান করেন। চেয়ারম্যান, চবক ও কমিশনার কাস্টমস, চট্টগ্রাম পানিজমে থাকা গোডাউনটি পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় সংস্কার করতে এবং গোডাউনের মালামাল ১ মাসের মধ্যে নতুন অকশন শেডে স্থানান্তরের জন্য পরামর্শ প্রদান করেন।		
৪। কন্টেইনার স্ক্যানিং-এ বিলম্ব।	সচিব এ প্রসঙ্গে বলেন, উল্লেখ করেন, ইউএস কোস্ট গার্ডের প্রতিবেদন অনুযায়ী রপ্তানি পণ্যের গেইটসমূহে স্ক্যানার স্থাপনের সুপারিশ করা হয়েছে। রপ্তানি বাণিজ্যের স্বার্থে চট্টগ্রাম বন্দরের রপ্তানি পণ্যের গেইটসমূহে স্ক্যানার স্থাপন করা প্রয়োজন। তাছাড়া, অন্যান্য গেইটসমূহ পণ্য দ্রুত খালাসের সুবিধার্থে স্ক্যানার স্থাপন করতে হবে। এ প্রসঙ্গে চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ বলেন, বর্তমান ব্যবস্থায় কাস্টমস কর্তৃক প্রতি কন্টেইনার স্ক্যান করতে গড়ে ২-৩ মিনিট সময় প্রয়োজন হয়। কন্টেইনার স্ক্যানিং হয়ে গেইট অতিক্রম করতে সর্বোচ্চ ৫-১০ মিনিট সময় ব্যয় হওয়ার কথা । এক্ষেত্রে কাস্টমসের বিভিন্ন শাখায় একই কন্টেইনার বারবার ফিজিক্যাল ভেরিফিকেশন করা হয়। ফলে বন্দরের ইয়ার্ড, স্পেস, জনবল ও ইকুইপমেন্টের ব্যবহারের পুনরাবৃত্তি ঘটে। সময়ে অপচয় হয়, কর্মঘন্টা নষ্ট ও প্রক্রিয়াকরণে ব্যয় বৃদ্ধি পায়। এ প্রসঙ্গে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রতিনিধি জানান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক ১৪টি স্ক্যানার ক্রয়ের দরপত্র আহবান করা হয়েছে। এগুলো সংগ্রহের পর চট্টগ্রাম বন্দরসহ অন্যান্য বন্দরগুলোতে সেগুলো স্থাপন করা হবে এবং আমদানি রপ্তানি পণ্য খালাসে গতি লাভ করবে।	বন্দরের সকল গেইটে স্ক্যানার স্থাপন করতে হবে এবং আমদানি-রপ্তানি পণ্য বন্দরের বাইরে নিয়ে শুল্ক পরীক্ষা করতে হবে।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ
৫। গ্রিন চ্যানেল চালুকরণ।	বর্তমানে বিভিন্ন বড় বড় প্রতিষ্ঠানকে তাদের পণ্য গন্তব্যে প্রেরণ করতে বন্দরের বিভিন্ন প্রক্রিয়া বিশেষ করে স্ক্যানিং ও গেইট verification ইত্যাদি সম্পাদন করতে অনেক সময়ক্ষেপণ করতে হয়। বর্তমানে প্রায় ১৫% কন্টেইনার অ্যাপ্রেইজ করে মালামাল ডেলিভারি নিতে হয়। বন্দরের ডেলিভারি কার্যক্রম গতিশীল করার সুবিধার্থে গ্রিন চ্যানেলের মাধ্যমে ডেলিভারি প্রদান করা যেতে পারে। এতে বন্দরের কার্যক্রমে গতিশীলতা আসবে ও বন্দরের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে। আপাতত যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানের সুনাম রয়েছে সেসব কতিপয় বৃহৎ আকারের প্রতিষ্ঠানকে পণ্য খালাসে গ্রীন চ্যানেল সুবিধা প্রদান করা যেতে পারে। এ প্রসঙ্গে কমিশনার কাস্টমস, চট্টগ্রাম জানান, এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট পণ্যের ক্ষেত্রে পরীক্ষামূলকভাবে ৩টি প্রতিষ্ঠানকে গ্রিন চ্যানেলের আওতায় আনা হয়েছে। ভবিষ্যতে সুনামধারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে পর্যায়ক্রমে গ্রিন চ্যানেলের আওতাভুক্ত করা হবে।	আরও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে গ্রিনচ্যানেলে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ।
৬। কন্টেইনারের Physical Verification কমানো।	চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ জানান, বর্তমানে মোট আমদানিকৃত কন্টেইনারের ১২-১৫% বন্দর অভ্যন্তরে Physical Verification করা হয়। কন্টেইনার Physical Verification করার ক্ষেত্রে Customs এর বিভিন্ন শাখায় একই কন্টেইনার বারবার Physically Verify করা হয় বিধায় বন্দরের ইয়ার্ড, স্পেস, জনবল ও ইকুইপমেন্টের সঠিকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে না। আমদানিকৃত পণ্য Customs এর বিভিন্ন শাখা ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান একই সময়ে উপস্থিত থেকে	কন্টেইনারের Physical Verification হ্রাস করে ৫%-এ নামিয়ে আনতে হবে এবং ঝুঁকিমুক্ত পণ্য সরাসরি Consignee'র নিকট প্রেরণ করতে হবে।	চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, কমিশনার কাস্টমস্ চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ ইনল্যান্ড কন্টেইনার ডিপোস

	Verify করা এবং কন্টেইনার Physical Verification এর হার ৫% এর নিচে নামিয়ে আনা যেতে পারে। এ প্রসঙ্গে কমিশনার কাস্টমস, চট্টগ্রাম জানান, এ বিষয়ে অনেক অগ্রগতি হয়েছে। কাস্টমস আইন ও বিধিতে এ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনা হচ্ছে। ঝুঁকিমুক্ত পণ্যসমূহ ক্লিয়ারেন্স দিয়ে সরাসরি Consignee'র নিকট প্রেরণ করা হবে।		অ্যাসোশিয়েশন ও সিএন্ডএফ এজেন্টস অ্যাসোশিয়েশন।
৭। বক্স ডেলিভারির অনুমতি প্রদান।	চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ সভায় অবহিত করেন, আমদানি পণ্য এফসিএল বক্স হিসেবে বিভিন্ন Consignee'র নিজস্ব Premises/Godown/Factory তে ডেলিভারি যায় ১০-১২%। বর্তমানে শুধুমাত্র Industrial Item সমূহ এফসিএল বক্স ডেলিভারি দেয়া হয়। অফডকের ক্ষেত্রে কাস্টমস কর্তৃক প্রতিবছর ৫%-১০% নতুন আইটেম যোগ করা হলে বন্দরের অভ্যন্তরে কন্টেইনার জট হ্রাস পাবে এবং নতুন নতুন অফডক স্থাপনে উদ্যোক্তাগণ উৎসাহিত হবেন। কমার্শিয়াল আইটেমসহ সকল ধরণের এফসিএল পণ্য বক্স/অন-চেসিস ডেলিভারি প্রদানের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক অনুমতি প্রদান করা যেতে পারে। এ প্রসঙ্গে কমিশনার কাস্টমস, চট্টগ্রাম জানান, পর্যায়ক্রমে অফডকের প্রেরিতব্য আইটেমের সংখ্যা বৃদ্ধির বিষয়টি পর্যালোচনান্তে বিবেচনা করা হবে।	কমার্শিয়াল আইটেমসমূহ ক্রমান্বয়ে আনচেসিস ডেলিভারির ব্যবস্থা করতে হবে।	জাতীয় রাজস্ববোর্ড।
৮। অকশন হিস্যা বাবদ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের পাওনা পরিশোধ।	চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ জানান, নিলামে বিক্রিত পণ্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থের হিস্যা বাবদ পূর্বের বকেয়াসহ ২৮-০২-২০১৮ খ্রিঃ পর্যন্ত মোট পাওনা ৬৩,০৭,২১,০৮৩.৫৪ টাকা এবং এর উপর গড়ে ৮% হারে সুদ ধরা হলে বকেয়া পাওনার পরিমান দাঁড়ায় সর্বমোট ৮৬,২৬,১৩,২৬৮.৪৪ টাকা। নিলামে বিক্রিত মালামালের বিক্রয়লব্ধ অর্থের উপর বন্দরের হিস্যা সরাসরি নিলাম ডাককারী কর্তৃক বন্দর ফান্ডে জমাদান করা যেতে পারে। এ প্রসঙ্গে সচিব বলেন, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ ও কাস্টমস, চট্টগ্রাম দ্বিপাক্ষিক আলোচনা করে বিষয়টি সমাধান করতে পারে।	কাস্টমসের কাছে অকশনের হিস্যা বাবদ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের পাওনা পরিশোধের বিষয়টি দ্বিপাক্ষিক আলোচনার ভিত্তিতে সমাধান করতে হবে।	চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ ও কমিশনার কাস্টমস্, চট্টগ্রাম।

৯। কমিশনার, কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট,চট্টগ্রাম হতে চবক এর নিকট হতে On Vessel, On Cargo এবং Rent on Land খাতে ২০১৩-১৪ ও ২০১৪-১৫ আর্থিক সালে মোট ১৬২,৭৯,২৫,৩০০.০০ টাকা ভ্যাট বাবদ অতিরিক্ত দাবি।	চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ জানান, গত ২৬-১২-২০১৭ তারিখ পর্যন্ত জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ২২-১২-১৯৯৯ ও ০৫-১০-২০০৪ তারিখের পত্রের নির্দেশনানুযায়ী ২৫টি আইটেমের উপর ভ্যাট আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়। ২০১৩-১৫ আর্থিক সালে অনাদায়ী ভ্যাট জমার ব্যাপারে ভ্যাট কর্তৃপক্ষ হতে ইতঃপূর্বে কোন দাবি/ আপত্তি / অভিযোগ উত্থাপিত না হওয়ায় এবং শিপিং এজেন্টগণ জাহাজ খাতে উক্ত সময়ে তাদের প্রিন্সিপালের সাথে উক্ত আর্থিক সালসমুহের দেনা-পাওনার হিসাব নিষ্পন্ন করে ফেলায় ২০১৩-১৫ সময়ের বকেয়া ভ্যাট বাবদ ১৬২,৭৯,২৫,৩০০.০০ টাকা আদায়ের অবকাশ নেই। তাই অনাদায়ী ভ্যাট বাবদ ১৬২,৭৯,২৫,৩০০.০০ টাকার ইস্যুকৃত দাবিনামা প্রত্যাহার করা যেতে পারে। এ প্রসঙ্গে সচিব মহোদয় বলেন, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ ও কাস্টমস, চট্টগ্রাম দ্বিপাক্ষিক আলোচনা করে বিষয়টি সমাধান করতে পারে।	কমিশনার, কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, চট্টগ্রাম কর্তৃক ১৬২,৭৯,২৫,৩০০/- টাকা ভ্যাট বাবদ দাবির বিষয়টি দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করতে হবে।	চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ ও কমিশনার কাস্টমস্, চট্টগ্রাম।

মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষঃ

ক্রঃ নং	অনিষ্পন্ন বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
১।	মেসার্স রুপালী কর্পোরেশন কর্তৃক ২৯-১-২০১৭ হতে ২৮-২-২০১৭ খ্রিঃ পর্যন্ত আমদানীকৃত অবশিষ্ট (৮২৩-৪৬)= ৭৭৭টি লাইম ষ্টোন পাউডার ভর্তি কন্টেইনার এবং মেসার্স গ্লোবাল এলপিজি লিমিটেড কর্তৃক ২৯-১০-২০১৬ হতে ১৬-০২-২০১৭ খ্রিঃ পর্যন্ত আমদানীকৃত ৭৬টি কম্পোজিট সিলিন্ডার দ্রুত খালাস করণ।	চেয়ারম্যান, মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ সভায় অবিহত করেন, মেসার্স রুপালী কর্পোরেশনের ৪২টি লাইমস্টোন এবং মেসার্স গ্লোবাল এলপিজি লিমিটেডের ৪৫টি কম্পোজিট সিলিন্ডার ভর্তি আমদানিকৃত কন্টেইনার বর্তমানে অবশিষ্ট রয়েছে। মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের সাথে মোংলা কাস্টমস হাউসের অনিষ্পন্ন বিষয়সমূহ নিষ্পত্তির জন্য সর্বশেষ গত ০৩-১০-২০১৯ খ্রিঃ সভা অনুষ্ঠিত হয়। তিনি আরও জানান, লাইমস্টোন পরিবাহিত কন্টেইনারের শুল্ক পরিশোধ হলেও সংশ্লিষ্ট আমদানিকারক ডেলিভারি গ্রহণ করছেন না এবং বিস্ফোরক অধিদপ্তরের সার্টিফিকেট না পাওয়ায় নিলামক্রেতা কম্পোজিট সিলিন্ডার ডেলিভারি গ্রহণ করতে পারছেন না। এ প্রসঙ্গে, কমিশনার কাস্টমস, মোংলা জানান, উল্লিখিত পণ্যসমূহ ডেলিভারি গ্রহণ না করলে নিলামের কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।	লাইমস্টোন ও কম্পোজিট সিলিন্ডারের নিলাম কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ ও কমিশনার কাস্টমস, মোংলা।
২।	২০১১ হতে ২০১৫ সাল পর্যন্ত আমদানিকৃত বিভিন্ন শেড, ওয়্যারহাউস ও ইয়ার্ডে পড়ে থাকা ৪৭৭টি গাড়ি দ্রুত খালাস।	কমিশনার কাস্টমস, মোংলা সভায় জানান, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক আমদানি নিষিদ্ধ গাড়ির ক্লিয়ারেন্স পারমিট না পাওয়া গেলে নিলাম কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব নয় এবং অনেক গাড়ির বিপরীতে মামলা থাকায় নিলামের কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে না। এ প্রসংগে সচিব পরামর্শ প্রদান করেন যে ৫ বছরের অধিক পুরোনো আমদানি নিষিদ্ধ গাড়িগুলো স্ক্র্যাপ করার অনুমতি দেয়ার জন্য নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়কে অবহিত করে জাতীয় রাজস্ববোর্ড বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে পত্র দিতে পারে।	আমদানি নিষিদ্ধ গাড়িগুলো দ্রুত অকশন বা স্ক্যাপ করতে হবে। প্রয়োজনে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করে জটিলতা নিরসন করতে হবে।	নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড।
৩।	আমদানিকৃত পণ্য মোংলা শুল্ক বিভাগ কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে নিলামে বিক্রয় করায় ১০৬টি বিলের বিপরীতে মবক এর প্রাপ্য অংশ বাবদ টাকা ৩,৬৬,৫১,৭৫৬/- পরিশোধ।	চেয়ারম্যান, মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ জানান, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ে ০৬-০২-২০১৯ খ্রিঃ অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্তের আলোকে গত ০৭-০৫-২০১৯ খ্রিঃ বিষয়টি নিয়ে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা সভা করা হয়েছে। ১৮-০২-২০১৫ খ্রিস্টাব্দের পর হতে মোংলা শুল্ক বিভাগ কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে আমদানিকৃত মালামাল নিলামে বিক্রয় করায় মোবক এর প্রাপ্য অংশ বাবদ মোংলা কাস্টম হাউসের নিকট ৪,১৫,৫৫,৯৫৫.৬৯ (চার কোটি পনের লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার নয়শত পঞ্চান্ন টাকা উনসত্তর পয়সা) টাকা পাওনা আছে।	আমদানিকৃত পণ্য মোংলা শুল্ক বিভাগ কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে নিলামে বিক্রয় করায় ১০৬টি বিলের বিপরীতে মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের প্রাপ্য অংশ পরিশোধের বিষয়টি দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করতে হবে।	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ ও কমিশনার কাস্টমস, মোংলা।
৪।	মোংলা কাস্টমস কর্তৃক ওয়্যার হাউস বি এর অভ্যন্তরে মোবাইল কন্টেইনার স্ক্যানার সংরক্ষণের জন্য ওয়ার্ফরেন্ট বাবদ টাকা ১৬,৫৭,৪৬৮/- পরিশোধ।	চেয়ারম্যান, মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ সভায় জানান, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ে ০৬-০২-২০১৯ খ্রিঃ অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ০৫-১১-২০১৮ খ্রি: মোংলা কাস্টম হাউসের সাথে অনুষ্ঠিত সভায় বিষয়টি আলোচনা হয়। সভায় শুল্ক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাজেট প্রাপ্তি স্বাপেক্ষে স্ক্যানার সংরক্ষণের ওয়ার্ফরেন্ট পরিশোধের ব্যবস্থা নিবে মর্মে সিদ্ধান্ত হয়। সে অনুযায়ী ১০-১২-২০১৮ ও ২৫-৭-২০১৯ খ্রিঃ ওয়ার্ফরেন্ট চার্জ পরিশোধের জন্য পত্রের মাধ্যমে মোংলা কাস্টম হাউসকে অনুরোধ করা হয়। অদ্যাবধি উক্ত টাকা পরিশোধ করা হয়নি।	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের পাওনা দ্রুত পরিশোধ করতে হবে। মোংলা কাস্টমস অফিসের সকল কার্যক্রম মোংলা বন্দর এলাকায় সম্পন্ন করতে হবে। কমিশনার, কাস্টমস'র জন্য নির্ধারিত জমিতে নিজস্ব ভবন দ্রুত নির্মাণ করতে হবে।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ।

ক্রঃ নং	অনিষ্পন্ন বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
৫।	মোংলা বন্দরে ২০০২ সাল হতে ২০১৮ সাল পর্যন্ত আমদানিকৃত ও অখালাসকৃত বিভিন্ন ইয়ার্ডে দীর্ঘদিন যাবৎ পড়ে থাকা পণ্য ভর্তি ও খালি কন্টেইনার দ্রুত নিলাম প্রসঙ্গে।	চেয়ারম্যান, মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ জানান, আমদানিকৃত দীর্ঘদিন যাবৎ অখালাসকৃত পণ্যভর্তি নিলামযোগ্য কন্টেইনারসমূহ ও বিভিন্ন ইয়ার্ডে রক্ষিত নিলামযোগ্য ২০১৪ হতে ২০১৮ সন পর্যন্ত মোট ৪৯৭টি খালি কন্টেইনার এবং মোংলা বন্দরে আমদানিকৃত ৩০ দিনের উর্দ্ধে রক্ষিত কন্টেইনার নিলামে বিক্রয়ের নিমিত্তে উহার তালিকা প্রতি মাসে মোংলা কাস্টম হাউসকে প্রেরণ করা হয়। আলোচ্য কন্টেইনারগুলো নিলামের জন্য মোংলা কাস্টম হাউসের সাথে বিভিন্ন সময়ে আলোচনা করা হয়েছে। সভায় কমিশনার, মোংলা কাস্টম হাউস বলেন, দীর্ঘদিন পড়ে থাকা অধিকাংশ আমদানিকৃত পণ্য ভর্তি কন্টেইনারের বিপরীতে মামলা থাকায় নিলাম কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে না। তবে যেসকল কন্টেইনারের বিপরীতে মামলা নেই তা দ্রুত নিলামের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।	যেসকল কন্টেইনারের বিপরীতে মামলা নেই তা দ্রুত নিলামের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ:

ক্রমিক নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
১	পণ্য নিলাম	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ সভায় অবহিত করেন, বেনাপোল স্থলবন্দরে বিভিন্ন পণ্যাগারে ৩০ দিন হতে ৬ মাসের উর্ধ্বে অনেক পণ্য এবং বুড়িমারী স্থলবন্দরে ২০১৫ সাল হতে প্রায় ১৫০১৯ মে.টন বোল্ডার স্টোন ইয়ার্ডে পড়ে আছে। ফলে বন্দরে জায়গা সংকট দেখা দিয়েছে। উক্ত পণ্যসমূহ দ্রুত নিলামের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক উদ্যোগ গ্রহণ করা জন্য অনুরোধ করেন। এ প্রসংগে এনবিআরের প্রতিনিধি বলেন, পর্যায়ক্রমে এ সব পণ্য নিলাম করা হচ্ছে। অদূর ভবিষ্যতে এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হবে।	স্থলবন্দরের বিভিন্ন পণ্যাগারে পড়ে থাকা পণ্য দ্রুত নিলামে বিক্রয় করতে হবে।	জাতীয় রাজস্ববোর্ড ও বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ
২	অনলাইন ভিত্তিক প্রযুক্তি নির্ভর কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন।	চেয়ারম্যান বাস্তবক উল্লেখ করেন, স্থলবন্দরের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে গতিশীলতা আনয়ন এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণের স্বার্থে যাবতীয় কার্যাদি অটোমেশনের জন্য বেনাপোল স্থলবন্দরে অটোমেশন সম্পন্ন হয়েছে। ভোমরা ও বুড়িমারী স্থলবন্দরের অটোমেশন কার্যক্রম সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। উক্ত কার্যক্রম সফলতার জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ASYCUDA এর সাথে লিংক আপ করলে বন্দর ব্যবহারকারীদের সেবা সহজ ও দ্রুত হতে পারে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ASYCUDA Software এর সাথে বন্দর কর্তৃপক্ষের অটোমেশন সফ্টওয়্যার লিংকআপ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার বিষয়টি বিবেচনায় নিতে পারে। এ প্রসংগে কমিশনার কাস্টমস, বেনাপোল জানান, কম্পিউটার সরবরাহ পাওয়া গেলে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ অনলাইন ভিত্তিক প্রযুক্তি নির্ভর কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন করা যাবে।	বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ ও কমিশনার কাস্টমস্ উভয় প্রতিষ্ঠানের অফিস অনলাইনভিত্তিক কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন করবে।	জাতীয় রাজস্ববোর্ড ও বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ
৩	বিভিন্ন বন্দরে আমদানিতব্য পণ্যের তালিকা বৃদ্ধি।	চেয়ারম্যান বাস্তবক জানান, বিভিন্ন স্থলবন্দরের মাধ্যমে আমদানি-রপ্তানিকারকগণ আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম পরিচালনায় বিশেষ আগ্রহী। ভোমরা, নাকুগাঁও, আখাউড়া, হিলি, সোনা মসজিদ স্থলবন্দরের বর্তমান অবকাঠামো অনুযায়ী আমদানিতব্য পণ্যের তালিকা বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনাযোগ্য। উক্ত বন্দরসমূহের আমাদানিতব্য পণ্যের তালিকা বৃদ্ধি করলে বেনাপোল স্থলবন্দরের উপর চাপ অনেকটা হ্রাস পাবে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বিভিন্ন স্থলবন্দরের সক্ষমতা বিবেচনাপূর্বক আমদানিতব্য পণ্যের তালিকা বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনা করতে পারে। এনবিআরের প্রতিনিধি এ প্রসংগে জানান,	বিভিন্ন স্থলবন্দরে আমদানিপণ্যের তালিকায় নতুন নতুন পণ্য অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।	জাতীয় রাজস্ববোর্ড ও বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ

ক্রমিক নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
৭	স্থলবন্দর সমূহের জন্য ট্রাক ঢোকার ও লাগেজ স্ক্যানার ক্রয়।	চেয়ারম্যান, বাস্থবক জানান, আমদানি-রপ্তানিকৃত পণ্যবাহী ট্রাক স্ক্যানিং'র জন্য স্ক্যানার এবং যাত্রী সাধারণের ব্যাগেজ পরীক্ষা-নিরীক্ষার লক্ষ্যে লাগেজ স্ক্যানার ব্যবহার করা প্রয়োজন। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটি কর্তৃক বিভিন্ন স্থলবন্দরে স্ক্যানার ব্যবহারের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। নির্দেশনার আলোকে সকল বন্দরে ট্রাক স্ক্যানার ও লাগেজ স্ক্যানার সংগ্রহের জন্য কারিগরির স্পেসিফিকেশন ও প্রাক্কলন প্রস্তুত করার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি আইন ও বিধি-বিধান পর্যালোচনা করে স্ক্যানার ক্রয়, স্থাপন, বিভিন্ন স্থলবন্দরে ট্রাক স্ক্যানার ও লাগেজ স্ক্যানারের প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণপূর্বক কারিগরি স্পেসিফিকেশন ও প্রাক্কলন প্রস্তুত করে পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার বিষয়ে সুপারিশ প্রদান করবে। উক্ত কমিটির কারিগরী স্পেসিফিকেশন ও প্রাক্কলন প্রস্তুত কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। অপরদিকে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক বেনাপোল স্থলবন্দরে স্ক্যানার স্থাপন করা হয়েছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড হতে অন্যান্য বন্দরে ট্রাক স্ক্যানার ও লাগেজ স্ক্যানার ক্রয়ের জন্য গত ০৭-১০-২০১৯ খ্রিঃ বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়েছে। একই পণ্য দুইটি সংস্থা হতে ক্রয় করলে সরকারের কাজে দ্বৈততার সৃষ্টি হবে। এ প্রসংগে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রতিনিধি বলেন, ১৪টি স্ক্যানার ক্রয়ের জন্য দরপত্র আহবান করা হয়েছে। অচিরেই বিভিন্ন বন্দরে স্ক্যানার স্থাপন করা হবে।	সকল স্থলবন্দর ও সমুদ্র বন্দরে স্ক্যানার স্থাপন করতে হবে।	জাতীয় রাজস্ববোর্ড
৮	হিলি স্থলবন্দরে অখালাসকৃত পণ্য।	চেয়ারম্যান, বাস্থবক বলেন, হিলি স্থলবন্দরে বিভিন্ন ওয়্যারহাউজে অখালাসকৃত পণ্য দীর্ঘদিন যাবৎ পড়ে আছে। এতে আমদানিকৃত পণ্যের স্থান সংকুলানের সমস্যা দেখা দিয়েছে। পণ্যগুলো দীর্ঘদিন যাবৎ পড়ে থাকায় পণ্যগুলো নষ্ট হচ্ছে। তেমনি বন্দরের ওয়্যারহাউজে অভ্যন্তরীণ কাঠামো ও নষ্ট হচ্ছে। ২৬ নভেম্বর ২০০৭ খ্রিঃ হতে শুল্ক কর্তৃপক্ষ বন্দরের অভ্যন্তরে নিলামযোগ্য মালামাল রাখার জন্য একটি গুদাম এবং ওপেন ইয়ার্ড ব্যবহার করে আসছে। উক্ত গুদাম হতে নিলামকৃত পণ্য মূল্যের ১৫% অর্থ গুদাম ভাড়া হিসাবে পানামা হিলি পোর্ট লিংক লিঃ প্রাপ্য। সে হিসাবে গত ২৬-১১-২০০৭ খ্রিঃ হতে ৩১-১২-২০১৭ খ্রিঃ পর্যন্ত নিলামকৃত পণ্য মূল্য (১৮,৮৬,৭৬,৩২৪/-×১৫%) = ২,৮৩,০১,৪৪৯/- (দুই কোটি তিরাশি লক্ষ এক হাজার চারশত উনপঞ্চাশ) টাকা বকেয়া রয়েছে। এ বিষয়ে ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে স্থানীয় ও	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ দ্বি-পাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে সম্যস্যা সমাধান করতে হবে।	জাতীয় রাজস্ববোর্ড ও বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ

ক্রমিক নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
		রাজস্ব অধিদপ্তর কর্তৃক আপত্তি রয়েছে। অডিট আপত্তি দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে। তাছাড়া, হিলি স্থলবন্দরে গুদাম ভাড়া ও বিদ্যুৎ বিল কাস্টমসের নিকট পাওনা আছে, সেগুলো পরিশোধ করা প্রয়োজন।		
৯	বিবিধ	চেয়ারম্যান, বাস্থবক বলেন, গত ০১-০৮-২০১৭ খ্রিঃ হতে বেনাপোল স্থলবন্দর ২৪ ঘন্টা খোলা রয়েছে। স্থলবন্দরের সাথে সম্পৃক্ত অন্যান্য অফিস যেমন ইমিগ্রেশন, ব্যাংক, উদ্ভিদ সংগ নিরোধ ২৪ ঘন্টা খোলা না থাকায় বন্দর ব্যবহারকারীদের কাঙ্খিত সেবা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছেনা। এক্ষেত্রে বিজিবি, সিএন্ডএফ এজেন্টসহ সকলের সার্বিক সহযোগিতার প্রয়োজন রয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন বন্দরে মাঝেমধ্যে কোন কোন পণ্যের মান পরীক্ষণের প্রয়োজন পড়ে। সকল বন্দরে মান পরীক্ষা করার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা যেতে পারে।	সকল স্থলবন্দর ও সমুদ্রবন্দরে সংশ্লিষ্ট অফিস/প্রতিষ্ঠানসমুহ খোলা রাখতে হবে। নিরাপত্তার জন্য বিজিবির সহায়তা গ্রহণ করতে হবে।	জাতীয় রাজস্ববোর্ড, বিজিবি, বাস্থবক ও সংশ্লিষ্ট সংস্থা প্রতিষ্ঠানসমুহ।

৩। সভায় সচিব বলেন, বন্দরসমূহকে দ্রুত এবং দক্ষতার সাথে সেবা প্রদান করতে হবে। মালামাল বিলম্বে গন্তব্যে প্রেরণে আমদানি-রপ্তানিকারকগণকে ক্ষতিপূরণ দিতে হয়। তিনি বন্দর কর্তৃপক্ষ, কাস্টমস কর্তৃপক্ষ, সিএন্ডএফ এজেন্টস, ফ্রেইট ফোরওয়ার্ডার্স, বিকডাসহ সকল অংশিজনের অংশগ্রহণে বন্দরসমূহকে ব্যবসাবান্ধব করে ব্যবসা সহজীকরলেণর মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখার জন্য উপস্থিত সকলকে অনুরোধ করেন।

৪। পরিশেষে সভাপতি সভায় উপস্থিত সকলের উদ্দেশ্যে বলেন, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ ও বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মধ্যে বিরাজমান অনিস্পন্ন বিষয়গুলো দ্রুত নিস্পত্তি করে বন্দরের কর্যক্রমকে পৃথিবীর উন্নত বন্দরের ন্যায় দক্ষ ও গতিশীল করতে হবে। নিয়মিত দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে বন্দরের বিভিন্ন সমস্যা সমাধান করা সম্ভব। সরকার বন্দরে উন্নত সেবা প্রদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বাংলাদেশকে একটি উন্নত রাষ্ট্রে বিনির্মাণের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি পূরণে সমুদ্রবন্দর ও স্থলবন্দরের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তিনি দেশের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য বৃদ্ধি তথা অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি পূরণে বন্দর ব্যবহারকারী সকলকে একযোগে কাজ করার জন্য আহবান জানান।

৫। অতঃপর আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি কর্তৃক সভায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানানোর মাধ্যমে সভার কাজ শেষ করা হয়।

স্বাঃ/-
তারিখঃ ২১-১১-১৯
(খালিদ মাহমুদ চৌধুরী, এম,পি)
প্রতিমন্ত্রী
নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়।

নং-১৮.০০.০০০০.০২১.১৮.১২৮.১৮-৪৭৭ তারিখ ঃ ২৬-১১-২০১৯

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)ঃ

১। গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকা।
২। সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা ও চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
৩। সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৪। সিনিয়র সচিব, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৫। সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬। সচিব, সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭। সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮। চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম
৯। চেয়ারম্যান, মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ, মোংলা, বাগেরহাট, খুলনা|
১০। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ, কারওরান বাজার, ঢাকা ।
১১। কমিশনার অব কাস্টমস, চট্টগ্রাম/মোংলা, বাগেরহাট/বেনাপোল,যশোর/ কমলাপুর, ঢাকা/পানগাঁও আইসিটি, দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ, ঢাকা।
১২। টার্মিনাল ম্যানেজার, আইসিডি, কমলাপুর, ঢাকা/পানগাঁও আইসিটি, দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ, ঢাকা।

অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)ঃ

১। উপসচিব, (মোংলা ও বাস্থবক) নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪। প্রোগ্রামার, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ) ।
৫। অতিরিক্ত সচিব (বন্দর), মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬। যুগ্মসচিব (চবক/মোবক ও বাস্থবক), মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

(সালাহউদ্দিম আহাম্মদ)
উপসচিব
নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়